

## শিশিরের শব্দ ও শামসুর রাহমান

এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে দৈনিক আমাদের সময়ের উদ্যোগে কবি শামসুর রাহমানকে এক বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সুনীলদার সঙ্গে ভারত থেকে কবি বীথি চট্টোপাধ্যায়সহ আরো বেশ কয়েকজন কবি এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের এক সপ্তাহ আগে থেকেই রাহমান ভাই বারংবার আমার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে চাইলেন। অত্যন্ত সফলভাবে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। ব্যাপক সুধী সমাগমে অনুষ্ঠান স্থলে বসতে পারা দূরের কথা, ঢোকাই দুঃসাধ্য। শিল্পী মুর্তজা বশীর, কবি বেলাল চৌধুরী ও কবি রনজু রাইমকে নিয়ে আমি তাই বাইরেই দাঁড়িয়েছিলাম।

তখনো বাসায় পৌঁছিনি। মোবাইলে রাহমান ভাইয়ের কণ্ঠ— তোমাকে তো দেখেছি বলে মনে পড়ছে না কবি। শেষ পর্যন্ত আমাকেও ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে।

—রাহমান ভাই, উত্তরে আমি বললাম, আমাকে আপনার না-দেখতে পাওয়ার কারণ দুটো। প্রথমত আপনি মঞ্চে ছিলেন আর আমি হলে ঢুকতে না পেরে বাইরে। দ্বিতীয়ত ঢাকা ক্লাবে সুনীলদার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম মুর্তজা বশীর আর বেলাল চৌধুরীর সঙ্গে নিয়ে। ফলে দেখা হওয়ার সুযোগই তো ছিল না। তিন-তিনটে শব্দ রেফারেন্স পেয়ে কবি আমার কথা বিশ্বাস করলেন বলে মনে হলো।

এর কয়েক দিন পর বোধহয় স্বাধীনতা দিবস, কবির শরীরটা বিশেষ ভালো যাচ্ছিল না। আমি বাসায় গিয়ে তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিশ্রামে থাকতে অনুরোধ করলাম। এমনকি সেই সঙ্গে সকল ধরনের অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করতে বারণ করে দিলাম। 'কিন' কে শোনে কার কথা।

দুপুরবেলায় বাসায় ফিরে কোনো একটা টিভি চ্যানেলে দুপুরের সংবাদ দেখছি। হঠাৎ দেখি কবি শামসুর রাহমান। চোখ-কান খোলা রেখে টিভির দিকে তাকিয়ে থাকলাম। হ্যাঁ, ভুল দেখছি না। সেদিনই সকাল বেলায় প্রতিবন্ধী শিশুদের একটা অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নিয়েছেন। আমার ভেতরে ভেতরে রাগের সঞ্চার হলো। বিকাল বেলায় কবিকে ফোন করে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, ভীষণ ক্ষেপে গেছো মনে হচ্ছে। বাসায় আসো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

খানিক বাদেই কবির বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। কবিকে খানিকটা ক্লান্ত দেখলেও গোটা মুখজুড়ে সেই সম্মোহনী হাসিটা অটুট রয়েছে ঠিকই—আহ্‌হা দাঁড়িয়ে কেন বসো। কবির মুখোমুখি একটা নিচু আসনে আমি বসে পড়লাম।

—দ্যাখো, প্রতিবন্ধী শিশুদের একটা অনুষ্ঠান। এমনিতেই ওদের মন সবসময় ছোট হয়ে থাকে। আমি জানি, আমি খুব সামান্য ব্যক্তি। তারপরও যদি আমার উপস্থিতি এদেরকে কিছুটা হলেও প্রফুল করে ক্ষতি কী? শারীরিক অসুবিধা এতো নতুন কিছু না। যেদিন থেকে শরীর ধারণ করেছি সেদিন থেকেই তো অসুস্থতার বীজ বপন করে চলেছি। তাই বলে কী আর এতো হিসেব করা চলে। এমন যুক্তির মুখোমুখি আমি কোন যুক্তি দাঁড় করাবো?

এক রাতে চ্যানেল আইয়ে তৃতীয় মাত্রা দেখছি। এমন সময় কথা প্রসঙ্গে শামসুর রাহমানের ওপর মৌলবাদী হামলার বিষয়টি এসে গেলো। একজন বক্তা বেশ জোর দিয়ে বললেন, কবি শামসুর রাহমান নাকি তাঁর কোনো এক কবিতায় ধর্মপ্রাণ মুসলিমের বিশ্বাসের ওপর আঘাত হেনেছেন। কবি নাকি আজানের ধ্বনির সঙ্গে শেয়ালের ডাকের তুলনা দিয়েছেন। আমি রাতেই বিছানা ছেড়ে উঠে কবির কাব্যসমগ্রী চোখ বুলাতে লাগলাম। 'কিন' আমার স্মৃতি এবং পঠন কোনোটাই এ রকম কিছুই সন্ধান দিতে পারলো না। পরদিন কবির সঙ্গে এ বিষয়টি নিয়ে আমি আলাপ করি। কবি আকাশ থেকে পড়লেন বলে মনে হলো। তিনি বললেন, সারা জীবন আমি কখনো কোনো ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, ধর্মগুরু" সম্বন্ধে কোনো লেখাতেই কোনো কটাক্ষ হানিনি বা হানতে চেষ্টা করিনি। পারে তো ওরা দেখাক, আমি কোন কবিতায় আজানের ধ্বনিকে ব্যঙ্গ করেছি?

চরম মানবতাবাদী এ মানুষটিকে কতো না অপপ্রচার, অপব্যখ্যার বিষ-তীর সইতে হয়েছে। চিকিৎসাবৃত্তির পাশাপাশি সাহিত্য চর্চা চালাতে গিয়ে ঘটনা পরম্পরায় কবি ও কবির পরিবারের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে আছি যে, শ্যামলীর ১ নং রোডের ২ নং বাড়িটিতে শিশির বরলেও আমি ঠিকই টের পেয়ে যাই। গত কদিন ধরে কবিগৃহে যাওয়া হচ্ছে না— তাঁকে দেখতে বারবারই হাসপাতালে যাই। এখন যে হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন সে হাসপাতালেই হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমি কর্মরত আছি। যতবার তাঁকে দেখতে যাই ততবারই মনে হয় এবার গিয়ে বুঝি দেখবো কবি চোখ মেলে তাকিয়েছেন, তারপর স্মিত হাসিতে বলে উঠবেন, কষ্ট করে আমাকে দেখতে আসার জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

১৫ আগস্ট ২০০৬

হারিসুল হক : কবি শামসুর রাহমানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও লেখক।